R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
২২শে মারচ, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

ফরাক্কায় ৮০০ বিঘা জমির মালিকানা নিয়ে জটিল প্রশ্ন

বিশেষ প্রতিনিধি, ২২ মারচ—ফরাক্কা থানার বাহাদুরপুর অঞ্চলের ৮০০ বিঘা জমির মালিকানা নিয়ে জটিল প্রশ্ন এ বছর চরমে উঠেছে। প্রকাশ, স্বরনা, বাহাদুরপুর, পগুপাড়া, লক্ষ্মীপুর, ওসমানপুর, কলাইডাঙ্গা, চাঁদর ও আবলা—এই ৯টি মৌজায় ওই পরিমাণ জমির মালিক ছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী। ১৯২০-২১ সালে বাহাদুরপুরের পাঁজাল মাঝি নামে একজন সাঁওতাল প্রজাস্বত্ব লাভ করেন মহারাজের কাছ থেকে। ১৯৩০-৩১ সালে একই পরিমাণ জমির মধ্যস্বত্ব লাভ করেন কোটালপুকুরের জমিদার মর্তুজা রেজা চৌধুরী। চৌধুরী মধ্যস্বত্ব লাভ করলেও পাঁজাল মাঝি দখল ছাড়েননি কোনদিনও। কারণ (১) সাঁওতালরা চৌধুরীকে স্বীকার করতেন না (২) তাঁদের কাছ থেকে খাজনা নেওয়া হত না। এভাবে ১৯৪৭ সাল চলে আসে। ১৫ আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর ১৯৪৮ সালে জমিদার মর্তুজা রেজা চৌধুরী পাকিস্তান (অধুনা বাঙলাদেশ) চলে যান সপরিবারে এবং তাঁরা সকলেই সে দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন। তাঁর জমিদারীর তহশীলদাররা পরবর্তীকালে ফরাক্কা জে এল আর ও অফিসের তহশীলদার পদে নিযুক্ত হন। রাজশাহীর জমিদার জয়ন্ত চক্রবর্তী সেখানকার মনাকষা তালুকের সম্পত্তির সঙ্গে মর্তুজা রেজা চৌধুরীর সম্পত্তির বিনিময়ে ভারতবর্ষে আসেন। তিনিও ৮০০ বিঘা জমির দখল নিতে ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে ১৯৫৪ সালে জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটে। ফরাক্কা জে এল আর ও অফিস

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মেয়ে পাচারের অভিযোগে ধরপাকড়

সাগরদীঘি, ২১ মারচ—গত সপ্তাহে সাগরদীঘি পুলিশ এখানকার গণেশ মণ্ডলের বাড়িতে হানা দিয়ে পুতুল পাল নামে লালবাগ থানার রতনপুর গ্রামের এক তরুণীকে উদ্ধার করেছে। একই বাড়ি থেকে উত্তরপ্রদেশের গোড়দা জেলার লালিয়া থানা এলাকার অধিবাসী লালবাহাদুর সিং নামে আরো একজনকে এবং গণেশ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লালবাহাদুর সিং মেয়ে পাচারকারী দলের লোক এবং গণেশ মণ্ডল তার স্থানীয় এজেন্ট বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। গণেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে নাকি ৫০০ টাকার বিনিময়ে পুতুলকে লালবাহাদুরের হাতে তুলে দেয়। আরো দুটি মেয়েকে তার হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল বলে প্রকাশ। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

আবার মূর্তি, বিস্ময় ঃ কি ধ্যানে পূজিব তোমায়

সাগরদীঘি, ২২ মারচ—৬ ফেব্রুয়ারী থেকে বিষ্ণুমূর্তি প্রাপ্তিতে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই ১৪ মারচ সাগরদীঘি থানা এলাকায় আবার দু'টি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি পাওয়া গিয়েছে গাদী গ্রামের কালীমন্দিরে। মন্দিরের পুরোহিত সুধাংশু ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে জানা গেল, এবার মন্দির সংস্কারের সময় বিচিত্র ভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন এই মন্দিরের মধ্যে প্রায় ৪০ মণ ওজনের একটি পাথরের সিন্দুক ছিল। ১৪ মারচ কালীর অভিষেকের দিন সেই সিন্দুকের 'হুরপি' টেনে খুলতেই বেরিয়ে পড়ে একটি প্রাচীন লিপি। ভেতরে সযত্নে রক্ষিত মূল্যবান দুটি প্রস্তর মূর্তি। একটি কষ্টি-পাথরের—ঊর্ধ্বাঙ্গ বিষ্ণুর, নিম্নাঙ্গ কালীর মূর্তি। গলায় নরমুণ্ড এবং পাথরে খোদিত ফুলের মালা। দ্বিতীয় মূর্তিটি বিচিত্র—কালী শিবকে কোলে নিয়ে স্তনের দুধ পান করাচ্ছেন। শিবের রং সাদা, কালীর মুখমণ্ডল রক্তের ছিটেতে উজ্জ্বল। মনিগ্রামের গর্গমুনি এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা। এতদিন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জাতীয় সড়কে অশান্তি

ধুলিয়ান, ২০ মারচ—গতকাল জাতীয় সড়কের ডাকবাংলো মোড়ের কাছে ওভারটেকের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে টাঙ্গাওয়ালা ও লরি-চালকদের মধ্যে অশান্তির ঝড় বয়ে গিয়েছে। পুলিশী সূত্রের খবরে প্রকাশ, একটি লরি একটি টাঙ্গাকে পাশ কাটাতে গেলে টাঙ্গাটি এমনভাবে চলছিল যে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। কিন্তু টাঙ্গাওয়ালা কোন রকমে দুর্ঘটনা এড়িয়ে যাত্রীদের প্রাণ রক্ষা করে এবং লরিচালককে চাবুক দিয়ে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আদর্শ থানার আদর্শ

সাগরদীঘি, ২২ মারচ—গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সাগরদীঘি বাজার তথা থানা এলাকার গ্রামাঞ্চলে চুরির কামাই নেই। চুরি কিনারার কোন প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তার উপর এর প্রাণকেন্দ্র ষ্টেশন এলাকায় হাটবারে প্রকাশ্য দিবালোকে জুয়ার আসর (ফর) জাঁকিয়ে বসছে। লোকে বলছে, আদর্শ থানা নির্বাক, দেখেও দেখছে না।

রিপোর্ট দাখিলে দ্বিধা

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২১ মারচ—জঙ্গিপুর ব্যারেজের একজন সহকারী বাস্তুকারের বিরুদ্ধে ফরাক্কার ভিজিলেন্স অফিসার যে তদন্ত চালাচ্ছেন, তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ভিজিলেন্স অফিসার নাকি তদন্ত রিপোরট দাখিলে দ্বিধা বোধ করছেন। এই রটনা সত্যি হলে, ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, এর পর তদন্তের দায়িত্ব ন্যস্ত হতে পারে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার ওপর।

শহরের বুকে চুরি

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ মারচ—গত শুক্রবার শহরের দরবেশপাড়া পল্লীতে দুঃসাহসিক চুরির খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই দিন রাত সাড়ে নটা নাগাদ লোডশেডিং-এর ঘন অন্ধকারে পল্লীর অরুণ রায়ের অনুপস্থিতিতে মুখ-ঢাকা এক চোর অরুণবাবুর ঘুমন্ত স্ত্রীর শরীর থেকে প্রায় আড়াই ভরি সোনার একটি হার, প্রায় দু'ভরি সোনার একটি বাউটি এবং একটি সাদা চাদর হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই।

গরু চুরির হিড়িক

ধুলিয়ান, ২১ মারচ—সামসেরগঞ্জ থানার পার অনুপনগর গ্রামে গরু চুরির উপদ্রব বেড়েছে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, ১১ মারচ গ্রাম থেকে এক জোড়া বলদ চুরি যায়। তার দু'দিন আগে দুর্বৃত্তরা একটি বাগানে ঢুকে দু'জন কিষাণের হাত বেঁধে বাঙলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং মুখ বেঁধে ছুরিকাঘাত করে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই চৈত্র বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল

জাল সারটিফিকেট

কথায় আছে সবুরে মেওয়া ফলে। ফলিয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া যে বিষয়টি লইয়া আমরা লেখালেখি করিয়া আসিয়াছি, বারংবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছি, তাহার সুফল, বিলম্বে হইলেও ফলিয়াছে।

আমরা ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত জাল সারটিফিকেটধারীদের সম্পর্কে বলিতেছি। সম্প্রতি জেনারেল ম্যানেজার ব্রিগেডিয়ার কাঠুরিয়া ইহাদের প্রতি সারটিফিকেট তলবী নোটিশ জারী করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা। অতঃপর? না, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে ছাঁটাই কাম্য নহে; কাম্য ওই সারটিফিকেট বলে যাঁহাদের পদোন্নতি ঘটিয়াছে, তাঁহাদের পদাবনতি ঘটানো। অন্যকে বঞ্চনার জন্য শাস্তিদান। ভারত সরকারকে প্রতারণার জন্য শাস্তিদান।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, প্রকৃত জাল সারটিফিকেটধারীর সংখ্যা কত? দুই শত অথবা আড়াই শত? তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে সময় লাগিবে। প্রয়োজন হইবে মূল সারটিফিকেট পরীক্ষা করিয়া দেখার। জনসাধারণের এই দাবির কথা আমরা বারবার বলিয়া আসিয়াছি। বলিয়া আসিয়াছি তপসিল জাতি ও উপজাতিদের বঞ্চিত করার কথাও। তাহা বলিতে গিয়া পূর্বতন জেনারেল ম্যানেজারের কোপ দৃষ্টিতে আমরা পড়িয়াছি। তিনি অকস্মাৎ এক পত্রাঘাত করিয়া হুমকি প্রদর্শন করেন জাল সারটিফিকেটধারীদের গোপন রহস্য ফাঁস করিয়া দিবার জন্য। আমরা তাঁহার পত্রের যথোচিত জবাব দিয়াছিলাম।

তদন্ত শুরু হইয়াছে। কিন্তু সর্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তদন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়াছে। খবরে প্রকাশ, জাল কারবারের নথীপত্র বাঁধ প্রকল্পের বিভিন্ন সংস্থা হইতে খোয়া গিয়াছে। পুলিশ ভেরিফিকেসন রোল 'টেম্পার্ড' করা হইয়াছে। এত কাণ্ডের পরও ভরসা এই যে, কর্তৃপক্ষ সজাগ হইয়াছেন। 'যাহা রটে, তাহা কিছু বটে'—আইনগ্রাহ্য এই প্রবচনটির উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বহু রহস্যের কিনারা করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের বিশ্বাস ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পে কর্মরত জাল সারটিফিকেটধারীদের খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

সি পি এম-এর মিছিল প্রসঙ্গে

গত ১০।৩।৭৮ তারিখ সি পি আই (এম) এর একটি সুবৃহৎ মিছিল দেখলাম। বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে বর্তমানে এ ধরনের সুসংগঠিত মিছিলের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই মিছিলে এমন ২।৪ জন লোককে দেখা গেল (যাদের বাড়ী কাঁটাখালি, রাণীনগর ইত্যাদি গ্রামে) যারা অত্যন্ত সুযোগ সন্ধানী এবং এক কথায় 'সিজন্ ফ্লাওয়ার'। আমি যখন রাজনীতি কোরতাম তখন এদের লোভী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জঘন্য নগ্নরূপ দেখেছি বলেই উপযাচক হিসেবে সি পি এম এর কর্ম্মী ভাইদেরকে অনুরোধ করছি, যদি সত্যিই আপনারা স্থানীয় জনসাধারণের মঙ্গল চান এবং সংখ্যা বাড়াবার ও ভীড় না বাড়াবার দিকে নজর থাকে তবে এদের দলে ঠাঁই দেবেন না। এরা আপনাদের মনোভাবের লোক তো নয়ই বরং অন্য দলের 'স্পাই' হিসেবে প্রেরিত। ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনও রাজনৈতিক দলের উপর দুর্ব্বলতা নেই। তবু সব সময়েই চাই জঙ্গিপুরের কিছু হোক। জঙ্গিপুরে সরকারী আমলা ও পুলিশের অত্যাচার, ঔদাসীন্য স্তব্ধ হোক, একটি গার্লস্ কলেজ হোক, গঙ্গায় ব্রীজ হোক রাস্তাঘাট উন্নত হোক, ম্যাকেঞ্জি পার্ক নিয়ে সস্তা রাজনীতি বন্ধ করে সেখানে সুন্দর করে শহরের শিশুদের জন্যে একটি পার্ক হোক, প্রতিটি কর্ম্মক্ষম মানুষ কাজ পাক, ছেলেরা চাকরি পাক—অন্যান্যদের মতো আমিও চাই। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি যদি কংগ্রেসের মতো ঘরোয়া ব্যাপার সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তবে অসহায় হয়ে পড়বো আমরাই। বামফ্রন্ট সরকারের শরীক দলগুলিকে বিষয়টি ভেবে দেখে সাবধান হতে অনুরোধ করি। —চিত্ত মুখোপাধ্যায়, রঘুনাথগঞ্জ।

এ দৈন্য মাঝারে

সুদাস মালী

সংগ্রাম করতে আমি ভয় পাইনে। সে শক্তি আমার আছে। স্বয়ং ভগবান আমাদের সে শক্তি যুগিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া, ভয় পেলে আমাদের চলবে কেন বলুন? যে-কোন অবস্থার মোকাবিলা করতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত। .....

অবাক হয়ে ডলির কথা শুনছিলুম। ভালো নাম বাসন্তী ভদ্র। বাবা যোগেন্দ্রনাথ ভদ্র স্বাস্থ্য দপ্তরের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী। অন্যত্র থাকেন, অবসর গ্রহণ করার দিনক্ষণ খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। তখন এই বৃহৎ পরিবারের দায়-দায়িত্ব নিরঙ্কুশভাবে বাসন্তীর ওপর চলে আসবে। চলে এসেছে অনেকখানি; ওর মায়ের ভাষায়, সবখানি।

সেই কবে শুরু হয়েছে এ সংসারের চাকা ঘোরানোর ভার। বাসন্তীর দেওয়া হিসেব অনুযায়ী এগারো বছর ধরে একটানা সে টেনে আসছে জগন্নাথের রথ, ক্লান্তিহীন, বিরামহীন।

মনে মনে আমিও হিসেব করছিলুম। বাসন্তীর বয়স এখন পঁচিশ। বয়সটাকে দশ বছর পিছিয়ে দিলে পাওয়া যাবে পনেরো বছরের সেই সোনালী দিন যা প্রায়শঃ রক্তাভ এবং ক্বচিৎ কখনো বর্ণ-ধূসর। সাধ, স্বপ্ন এবং ইত্যাকার বর্ণাঢ্য বিলাসকে বনবাসিত করে বাসন্তী সেই তখন থেকে জন-বনচারিণী। এবং আপন গরিমায়, মর্যাদায় দেবী চৌধুরাণী। অবলম্বন দু'বেলা নয়, সারাবেলা শুধু ট্যুইশানি। এক্ষেত্রে, অল্পবিদ্যে ভয়ঙ্করী না হয়ে শুভঙ্করী হয়ে উঠেছে। অকৃত্রিম নিষ্ঠা, অসীম ধৈর্য, আর প্রচুর মমত্বের মূলধন নিয়ে বাসন্তী শিশুশ্রেণী থেকে ষষ্ঠশ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ায়। ট্যুইশানির টাকায় সংসারকে সে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়, যাচ্ছে।

১৯৭১-এ মালদার পিপলায় বাসন্তী মাদার ট্রেনিং নিয়েছে। প্রথম বিভাগে ওর স্থান ছিল তৃতীয়। কিন্তু চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী পরিকল্পনাহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় ওর যাবতীয় কৃতিত্ব হারিয়ে গেছে, যা একমাত্র এই দেশেই যায়। বাসন্তীর চাকুরী হয়নি। ৭৫-এ পাস করেছে স্কুল-ফাইনাল। এরপরও কি বাসন্তীর চাকুরী হবে?

এর উত্তর কেউ জানে না, বাসন্তীও না। কিন্তু বাসন্তী রয়েছে ওদের জীর্ণ শীর্ণ, রুগ্ন-ভগ্ন কুটিরের রাণী হয়ে। মা-বাবা, ভাই-বোন, পাড়াপড়শী আত্মীয়-অনাত্মীয়দের অঢেল প্রাণের ঐশ্বর্য নিয়ে বাসন্তী এক ধনাঢ্যা কুমারী গৃহিণী। সেদিন বিকেলের রোদ হারিয়ে গেছিল ফালি ফালি মেঘের তলায়। অথচ ওদের পর্ণ কুটিরে অনেক আলোর আভাস আমি দেখেছি বিস্ময়-ঘনিষ্ঠ অনেকগুলি মুখে। বাসন্তী বলছিল, এদের নিয়ে আমি খুব শান্তিতে আছি দাদা।

বলেছিলুম, তাতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তোমার ক্লান্তি আসে না?

বাসন্তী বলেছিল, আসে না—তা নয়। খুব ক্লান্তিবোধ করলে সিনেমা দেখি। ওর মুখখানি জুড়ে লজ্জার ছায়া দুলছিল। আকাশ-জোড়া মাঠের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলুম, কি দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে মেয়েটি হাস্যমুখে অদৃষ্টকে পরিহাস করে চলেছে। সাগরদীঘির সেই জীর্ণ কুটিরে গিয়ে বাসন্তীর স্বর্গকে আপনিও দেখে আসতে পারেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

জঙ্গিপুর মহকুমা সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে বহুমুখী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ১ম পর্যায়ে ১৩ ১৪ ১৫ মার্চ তিনদিন ধরে সঙ্গীত, বিতর্ক, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। জেলাভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওস্তাদ ফৈয়জ খাঁর শিষ্য সন্তোষকুমার রায়, আবু দাউদ খাঁ (খেয়াল), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (রবীন্দ্রসঙ্গীত), তপেন গঙ্গোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বিশেষজ্ঞ ও গুণিবৃন্দ। সঙ্গীত সহকারে বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য বৃদ্ধি করে।

জনতা যুব মোর্চা কমিটি

অরঙ্গাবাদ, ২১ মারচ—মুরারীপুকুর জুনিয়র বেসিক স্কুলে ১২ মারচ অনুষ্ঠিত এক সভায় সুতী ২নং ব্লক জনতা যুব মোর্চা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে সন্দীপকুমার সরকার ও গোপালচন্দ্র দাস।

কংগ্রেস (আই) কমিটি ঃ সাগরদীঘি, ২১ মারচ—গত ১১ মারচ সাগরদীঘি থানা কংগ্রেস (আই) কমিটি গঠন করা হয়েছে। বদরুল হক সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

Govt. of West Bengal
Office of the District Magistrate, Murshidabad
M. V. Department

NOTICE

Applications from the intending candidates are hereby invited for the grant of one permanent stage carriage permit for regular/Mini bus for attending all trains up and down against the route Berhampore court Railway Station to Khagtaghat Railway Station.

The applications in the prescribed form will be received in the office of the undersigned upto 12-00 noon of 10. 4. 78.

The form of application will be available from the office of the undersigned on presentation of a receipted copy of a treasury chalan of Rs. 10·00 (Rupees Ten) only on account of cost of the application form. Each Column of the application form must be filled in properly.

Each application should be accompanied with National Savings Certificate of Rs. 200·00 (Rupees Two hundred) only representing Security deposit which will be returned to the applicants after consideration of their applications. The applications will be considered in a meeting of the Regional Transprot Authority in due course.

Sd/- **S. Dasgupta**
Regional Transport Officer,
Murshidabad.

Memo. No. 600 (32) MV Date 7. 3. 78

Copy forwarded to :—

1. The Director of Information, Department of Information & Public Relations, Writers' Buildings, Calcutta for information and arranging for necessary publication in the leading news papers.
2. The D. I. P. R. O., Murshidabad, P. O. Berhampore for arranging for necessary publication in one leading news paper in each Subdivision.
3. The Subdivisional Officer, Sadar/Lalbagh/Jangipur/Kandi for publication in his office notice board.
4. The Block Development Officer,.....for publication in his office notice board.

(Display a copy in this Office notice board)

Regional Transport Officer,
Murshidabad.

[Issued by the District Information & Public Relations officer, Murshidabad]

কৃষি সংবাদ

গমের মারাত্মক আগাছা "ফ্যালারিস মাইনর" আমাদের জেলাতেও দেখা দিয়েছে। এর দেশীয় নাম ফ্যালারী ঘাস। কেউ কেউ ফেলা ঘাস বলেও জানে। এই আগাছার উপদ্রবে পাঞ্জাব, হারিয়ানা, দিল্লী, রাজস্থান, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে বিস্তীর্ণ এলাকায় গমের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। সম্প্রতি ভারত সরকার থেকে আগত এক পদস্থ অফিসার কৃষিবিদ্যালয় এবং বিভাগীয় কৃষি আধিকারিক যৌথ সমীক্ষা করে এই আগাছা দেখতে পেয়েছেন। এমন কি কোন কোন জমিতে শতকরা ৩০ ভাগও এই আগাছা দেখা গেছে।

ফুল আসার আগে পর্যন্ত এই ফ্যালা ঘাস গম গাছ থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া শক্ত। এমন কি এক একটি গাছ থেকে ৭।৮টি পাশকাঠি বের হয়। প্রতিটি শিষে অনেকগুলি বীজ থাকে। এই আগাছার বীজ তিসি বীজের চাইতেও ছোট। সাধারণতঃ গমের সাথে প্রায় একই সংগে পাকে এবং বীজ জমিতে ঝরে পড়ে। এর কাণ্ড গম গাছের মত সোজা না হয়ে একটি গীট থেকে আর একটি গীট খানিকটা বাঁক নিয়ে ওঠে। পূর্ণ অবস্থায় গীটের পাশে লাল লাল আভা দেখা যায়। গম গাছের সংগে সংগে এও বাড়তে থাকে। গম চাষীরা সাবধান! গমের জমি এখনই বারে বারে তন্ন তন্ন করে দেখে নিন এই আগাছা গমের জমিতে আছে কিনা। এই ফ্যালারী ঘাস যেন গম ক্ষেতে সহজে চিনে নিতে পারবেন। শীষ অনেকটা শিয়ালের লেজের মত।

এই আগাছা দেখতে পেলে বীজ কাঁচা থাকাকালীন সংগে সংগে গোড়াসমেত তুলে নিয়ে শীষটা পুড়িয়ে ফেলুন। এই ঘাসের বীজ যেন জমিতে না ছড়িয়ে পড়ে সে দিকে এখনই লক্ষ্য রাখুন।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত

[তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত]

Govt. of West Bengal
Office of the District Magistrate, Murshidabad
M. V. Department

NOTICE

Applications from the intending candidates are hereby invited for the grant of permanent stage carriage permits in respect of the routes noted below.

The applications in the prescribed form will be received in the office of the undersigned upto 12-00 noon of 05. 4. 78.

The form of application will be available from the office of the undersigned on presentation of a receipted copy of a treasury chalan of Rs. 10·00 (Rupees Ten) only on account of cost of the application form. Each Column of the application form must be filled in properly.

Each application should be accompanied with National Savings Certificate of Rs. 200·00 (Rupees Two hundred) only representing Security deposit which will be returned to the applicants after consideration of their applications. The applications will be considered in a meeting of the Regional Transprot Authority in due course.

1. Beldanga to Lalgola Via Berhampore, Lalbagh, Nashipur, Jiaganj. (One permit with one round trip)
2. Berhampore to Protappurghat Via Hariharpara. (One permit with One round trip)

Sd/- **S. Dasgupta**
Regional Transport Officer,
Murshidabad.

Memo, No. 500 (32) M V Date 27. 2. 78

Copy forwarded to :—

1. The Director of Information, Department of Information & Public Relations, Writers' Buildings, Calcutta for information and arranging for necessary publication in the leading news papers.
2. The D. I. P. R. O., Murshidabad, P. O. Berhampore for arranging for necessary publication in one local leading news paper in each Subdivision.
3. The Subdivisional Officer, Sadar/Lalbagh/Jangipur/Kandi for publication in his office notice board.
4. The Block Development Officer,.....for publication in his office notice board.

(Display a copy in this Office notice board)

Regional Transport Officer,
Murshidabad.

[Issued by the District Information & Public Relations officer, Murshidabad]

জাতীয় সড়কে অশান্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রহার করে। লরিচালক প্রহারের প্রতিবাদে ডাকবাংলো মোড়ে গিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। প্রায় ৫০০ লরি এবং কিছু যাত্রীবাহী বাস আটকে পড়ে। ধুলিয়ান, পাকুড়, ফরাক্কা ও বহরমপুরের দিকে যান চলাচল ব্যাহত হয়। যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েন। পুলিশের হস্তক্ষেপে প্রায় ছ'ঘণ্টা পর অবরোধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হলে রাত নটার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

গরু চুরির হিড়িক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৬টি বলদ নিয়ে বাঙলাদেশের দিকে চলে যায়। এই ঘটনার তিনদিন পর ফরাক্কা থানার পার-পরাণপাড়া গ্রামের দু'জন গরীব চাষীর দু'জোড়া বলদ নিয়ে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। গরু চোরদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য এলাকার অধিবাসীরা আবেদন জানাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তাঁরা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন।

কি ধ্যানে পূজিব তোমায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিষেকের আগে যে ধ্যানে পূজো হত, আবিষ্কারের পর পুরোহিত সে ধ্যান ত্যাগ করে ফুল তুলসী-প্রসাদ দিয়ে প্রণাম করছেন আর বলছেন, 'কি ধ্যানে পূজিব তোমায় ?'

Phone :- Farakka 24

ডাঃ এস, এ, তালেব

ডি এম এস

পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।

হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

নির্বাচিত কমিটি বাতিল

সাগরদীঘি, ২১ মারচ—১১ মারচ সাগরদীঘি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলী বাতিল বলে সরকারী-ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছেন এ ডি আই, মুর্শিদাবাদ গোপেন মণ্ডল।

বিষপানে আত্মহত্যা

সাগরদীঘি থানার সমসাবাদ গ্রামের ভরত ঘোষ ফলিডল পান করে আত্মহত্যা করেছেন। কারণ অজ্ঞাত।

বিকো

ইলেকট্রিক মোটর ও

মোটর পাম্পসেট

ডিলার : **ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর**

বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর

মুর্শিদাবাদ

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি

সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)

সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর

ফোন : ধুলিয়ান—২১

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৮

মালিকানা নিয়ে জটিল প্রশ্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে সমস্ত জমি খাস ঘোষণা করে ফরাক্কা থানার বেনিয়াগ্রামের জারজিস হোসেন নামে জনৈক ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত (ডি সি আর) দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা হয় এবং একটি মামলা রুজু করা হয়। কিন্তু জমির মধ্যস্বত্ব-ভোগী মর্তুজা রেজা চৌধুরী পাকিস্তানের নাগরিক হওয়ায় বহরমপুর আদালতে মামলাটি 'ডিসমিস' হয়ে যায়। পরে ৮০০ বিঘার মধ্যে প্রায় ৬৮৩ বিঘা জমি সরকারে বর্তায়। এর মধ্যে প্রায় ৬০টি পুকুর আছে। প্রায় সব জমিই বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। বাকী ১১৭ বিঘা এখনও সাঁওতালদের দখলে রয়েছে। এ বছর ধান কাটার মরশুমে ওই ১১৭ বিঘা জমির ধান নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। সরকারীভাবে দাবি করা হয়, জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে! কিন্তু সাঁওতাল তথা গ্রামবাসীরা সংকারের এই দাবি মানতে নারাজ। কারণ, তাঁদের অভিযোগ, নিয়তিতা সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস থেকে কাউকে কোন রকম বন্দোবস্ত দেওয়া হয়নি। বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে কলকাতা থেকে। ১৯৭৪ সালেও একবার এই ধরনের বন্দোবস্ত নিয়ে গোলমাল দেখা দিয়েছিল এবং সাঁওতালদের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়েছিল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার ১৯৫৪ সালে জমিদারী প্রথা বিলোপের পর আজ পর্যন্ত নাকি ওই পরিমাণ জমির কোন খাজনা আদায় হয়নি। বাকী খাজনার পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। এখন এই জমির প্রকৃত মালিক কে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে (১) পাক নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও মধ্যস্বত্বভোগী মর্তুজা রেজা চৌধুরীর সম্পত্তি 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে কেন বাজেয়াপ্ত করা হল না (২) ১৯৫৪ সালে জমিদারী প্রথা বিলোপের পরও সমপরিমাণ জমি কেন সরকারে বর্তালো না ? এখন প্রকৃত মালিক কে ?

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।